প্রথম আলো

তারিখ ... 10 MAR 2004
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

নারায়ণগঞ্জে তোলারাম কলেজে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

নারায়ণগঞ্জ শহরের সরকারি তোলারাম কলেজে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

হয়রানির আশঙ্কায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানান, বিভাগভেদে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা করে ঘুষ আদায় করছেন কলেজের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ শিক্ষক এবং ছাত্রনেতা নামধারী একটি চক্র।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চলতি বছর এ কলেজে বিভিন্ন বিভাগের সম্মান শ্রেণীতে মোট আসনসংখ্যা এক হাজার ২০০। কিন্তু কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এবারের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ১ ও ২ মার্চ। কিন্তু পেছনের তারিখ দিয়ে সাক্ষাৎকারের নোটিশটি টানানো হয় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। নোটিশটি ন্যাগানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলে। এ কারণে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করে ক্রমিক নম্বরে এগিয়ে থাকা অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীই সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারেননি। এই সুযোগে একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফরম থেকে মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তারা ভর্তির জন্য ক্রমিক নম্বরে পেছনের দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষের বিনিময়ে ভর্তি করানোর প্রস্তাব দিচ্ছে।

বাণিজ্য বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বাণিজ্য বিভাগের দুটি বিষয়ে ভর্তির চাপ বেশি থাকে। সেতু নামের একজন নিজেকে কলেজের ছাত্রনেতা পরিচয় দিয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার কথা বলে তাঁদের কাছে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বাণিজ্য বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে মোট আসন ৩৬০টি। এ বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে দুই হাজার ৪০০ ছাত্রছাত্রী। সাক্ষাৎকারে ডাকা হয় ৩৯০ জনকে। নিয়ম অনুযায়ী অনুপস্থিতদের জায়গায় ক্রমানুসারে নতুন করে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারে ডাকার কথা। কিন্তু এই নিয়ম অমান্য করে চক্রটি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ঘুষ আদায় করে ভর্তি করছে। ২ মার্চ সাক্ষাৎকারের দিন থাকলেও ওই দিনই ভর্তি রিলিজ স্লিপ নেওয়ার নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়। এতে রিলিজ স্লিপ কারা নেবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে যারা রিলিজ স্লিপ নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের যোগাযোগ করতে বলা হয়। এর মাধ্যমে চক্রটি লিখিত পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হননি, তাঁদের ভর্তি করানোর প্রলোভন দেয়।

কলেজের তিনজন শিক্ষক ছাড়াও ছাত্রনেতা নামধারী সেলিম, মারুফ, শিশির, তোফাজ্জল, ইকবাল প্রমুখ এই ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা জানান।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান বলেন, এবার ভর্তি বাণিজ্যের কোনো সুযোগ নেই। ভর্তি কমিটির বাইরে আলাদা একটি কমিটি করা হয়েছে স্বচ্ছতার জন্য। তার পরেও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।